একটি ভুলের গল্প

শিরোনামেই ভুল। তাই, হয়তো অনেকের পড়ার রুচিটাই উবে যেতে পারে।কিন্তু, আমি অন্ততঃ এই ভুলটি থেকে এমন কিছু পেয়েছি যা আমকে করেছে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং স্মৃতিকাতর। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে , বাংলাদেশে করোনা মহামারীর প্রভাবের পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম এখন পর্যন্ত বন্ধ আছে। বর্তমানে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) নিজ ব্যবস্থাপনায় অনলাইনে পাঠদান করছে।আমি যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অর্থাৎ, গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত ডিগ্রি (অনার্স) কলেজও তার ব্যতিক্রম নয়। জোর গলায় বলতে পারি, এ বিষয়ে দেশে না হলেও জেলায় অবশ্যই আমরা অগ্রগামী ও অগ্রপথিক।

শ্রেণি কার্যক্রমের অন্তবর্তীকালীন বিকল্প হিসাবে শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাদের থেকে অনলাইন ক্লাশের বিষয়ে জানা মাত্র আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় *"আমার ঘরে আমার কলেজ"* নামে একটি ফেইসবুক গ্রুপ চালু করেন। আমি সে গ্রুপের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শুরুতে অনলাইন ক্লাশ কী বা কীভাবে ক্লাশ নিবো সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিলনা (অবশ্য এখনও যে অনেক কিছু জানি এমনও নয়)। সে যাই হোক, নিজের পাঠদানকৃত বিষয়ের ২০ মিনিটের একটি ভিডিও দিয়ে আমার অনলাইন ক্লাশের শুরু।আমি প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষক। আমার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদান করতে গেলে ছবি,ভিডিও প্রভৃতি প্রদর্শন করতে হয়। আমি যেহেতু, আগে থেকেই পাওয়ার পয়েন্টে ক্লাশ নিতাম তাই, প্রথম ক্লাশের ভিডিওটি তৈরীতে আমাকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু, বিপত্তিটা দেখা দিল ভিডিওটা গ্রুপে পোষ্ট করতে গিয়ে।যত বারেই পোষ্ট করি, ভিডিও পোষ্ট হয় ঠিকই,কিন্তু দৃশ্যমান হয় মাত্র প্রথম ৩০ সেকেন্ড। বলা প্রয়োজন, আমি ফেইসবুক ব্যবহার করছি অবধি এর পূর্বে কখনো কোন ভিডিও পোষ্ট করিনি। এদিকে অনলাইনে প্রথম পরীক্ষামূলক ক্লাশ দিচ্ছি বলে অধ্যক্ষ মহোদয়কে আগেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম ক্লাশটা পেইজে দেখা যায় কিনা দেখতে। স্যার, কি বুঝেছেন বা কি ভেবেছেন জানিনা। তবে, আমি নিজে খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম। সমস্যাটির সমাধান করতে পারবে এমন কাউকে খুঁজেও পাচ্ছিলামনা। অবশেষে মাথায় এল, গুগল মামার কথা। একটু জিজ্ঞেস (সার্চ) করতেই সমাধানটা পেলাম। বিপত্তির কারণ, আমি ফেইসবুকের যে ভার্সন ব্যবহার করি (ফেইসবুক লাইট) তাতে ৩০ সেকেন্ডের বেশি ভিডিও আপলোড হয়না। তাৎক্ষনিক, অন্য ভার্সনে ট্রাই করলাম এবং সফল হলাম। তবে ২০ মিনিটের ভিডিও যা কিনা ১.৫ জিবির একটু বেশি ছিল আপলোড হতে সময় লেগেছিল প্রায় ২ ঘন্টা। আমিও ধৈর্য্য হারাইনি। ইন্টারনেট স্পীড কম দেখে মোবাইল হাতে নিয়ে চলে গেলাম একেবারে টাওয়ারের গোড়ায়। যাহোক, সেই যে শুরু তারপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এ পর্যায়ে আছি।

ক্লাশ হয়তো ব্যক্তি আমি যেমন নিই তেমনি আছে। কিন্তু, প্রেজেন্টশনের কারিগরি দিকগুলি সব সময়েই আপডেট করার চেষ্টায় আছি। নিজের ক্লাশকে আকর্ষণীয় করার জন্য সব সময়ই সারা বাংলাদেশের অন্য শিক্ষকদের ক্লাশ ফেইসবুক বা ইউটিউবে দেখার চেষ্টা করি। অনলাইন ক্লাশ পরিচালনায় নিজকে আপটুডেট রাখার জন্য ইতোমধ্যেই মুক্তপাঠ ও কোডার্স ট্রাষ্ট নামক প্রতিষ্ঠান থেকে জুম ও গুগল মিটের উপর প্রশিক্ষণও নিয়েছি। কিন্তু, যাদের উদ্দেশ্যে ও যাদের নিয়ে এ ক্লাশ তাদের নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তার প্রয়োগ করতে পারছিনা।

আমার অধিকাংশ সহকর্মী হোয়াইট বোর্ডে ফেইসবুক লাইভে চমৎকার পাঠদান করেন। তাদের কারো কারো বিষয়ে যেমন গণিত অথবা একাউন্টিংয়ে আসলে বোর্ডের বিকল্পও হয়তো নেই। কিন্তু, শুরু থেকেই আমার মাথায় একটা অন্য চিন্তা ছিল। যেহেতু, আমার বিষয়টি চিত্র / ভিডিও প্রভৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় এবং আমার হাতের লেখার চেয়েও ডিভাইসের লেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার, তাই আমি ভেবেছি, আমি যা কিছু করবো ডিজিটালিই করবো। অবশ্য এ বিষয়ে যেহেতু কোন অভিযোগ বা সমালোচনা এ যাবত পাইনি,তাই আমি ধরেই নিয়েছি আমি যা করেছি তা ঠিক আছে।

আমার অনলাইন ক্লাসে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা পাঠে গুড বা নাইসের বেশি কিছু মতামত ব্যক্ত করেনা। সম্ভবতঃ তাদের মনে একটা ভুল ধারণা বিরাজ করে। স্যারের ক্লাসে যদি সামান্য ডান বাম কিছু মন্তব্য করি তাহলে হয়ত ব্যবহারিক পরীক্ষায় নাম্বার কম দিবে। বাস্তব সত্য হল- কোন স্যার তার নিজের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার নাম্বার দেয়ার ক্ষমতা রাখেননা। বরং, স্যারকে যৌক্তিক প্রশ্ন করলে বা ত্রুটি ধরিয়ে দিলে স্যার আরো সাবধানী ও যত্নশীল হন। তবে প্রযুক্তিগত বিষয়ে আমার সাবেক ছাত্রদের মধ্যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত প্রিয় ছাত্র জনাব, ফিরোজ আহম্মদ পাটোয়ারীর পরামর্শটি ছিল খুব উত্তম। কিন্তু, আমার তথা নেটওয়ার্ক সীমাবদ্ধতার কারণে তাও বাস্তবায়িত করতে পারছিনা।

আমার অনলাইন ক্লাশগুলি পোষ্ট হয় আমার ঘরে আমার কলেজ নামক গ্রুপে। ক্লাসের দর্শক,মন্তব্য বা মতামত প্রদানকারীদের প্রায় সকলেই হলেন আমার সহকর্মী বা ছাত্রছাত্রী। কদাচিৎ তাদের শেয়ারে অন্য কেউ হয়ত দেখে। গত মে মাস থেকে এ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রথমে দ্বাদশ শ্রেণি, তারপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি, তারপর উদ্ভিদবিজ্ঞান অনার্স প্রথম বর্ষ ও সবশেষে স্নাতক পাস কোর্সের ক্লাশসহ সকল শ্রেণির ক্লাসই অনলাইনে নিচ্ছি। আমি সাধারাণতঃ পাঠদানের জন্য নির্ধারিত "আমার ঘরে আমার কলেজ" গ্রুপের বাইরে অন্যকোন পেইজে বা নিজের পেইজেও কখনো ক্লাশ শেয়ার করিনা। কিন্তু, গত ১৯শে আগষ্ট ঘটেছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। সেদিন ক্লাস ছাড়াও অন্য কাজ উপলক্ষ্যে আমাকে কলেজে থাকতে হয়েছিল। ক্লাসটা ছিল একটু দেরিতে। তাই, ভেবেছিলাম আস্তে ধীরে কলেজ আইডিতে ভিডিওটা পোষ্ট করবো। কিন্তু, ক্লাশের প্রায় দেড় ঘন্টা বাকি থাকতেই সিনিয়র সহকর্মী দেলোয়ার স্যার মারফত অধ্যক্ষের নির্দেশ এল এখনি তুষার কান্তি স্যারের সাথে যোগাযোগ করে অন্যত্র যেতে হবে। হঠাৎ নির্দেশ পেয়ে ছুটে গেলাম অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে। তিনি সমাধান দিলেন ক্লাসের ভিডিওটা আপলোড দিয়েই যেন যাই। কিন্তু, আপলোড যে দিব মোবাইলেতো ডাটা নাই। বাসায় থাকলে হয়তো বাসার ওয়াইফাই অথবা কলেজে থাকলে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের ওয়াইফাই ব্যবহার করবো বলে ধারণা ছিল। যেহেতু কলেজে থাকতে পারছিনা,তাই এখনতো আর ডাটা ক্রয়ের বিকল্প নাই। ওদিকে তুষার স্যার আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার কাঁচুমাচু অবস্থা দেখে অন্য সিনিয়র, পীযূষ স্যার এগিয়ে এলেন। তিনি তার মোবাইলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন , আমার মোবাইলে ডাটা আছে ,তুমি হটস্পট লাগাও। আমিও হাতের কাছে সমাধান পেয়ে আর দেরি করলামনা। খুব দ্রুতই নিজের এবং ক্লাসের পরিচিতিটুকু লিখে মোবাইলটা পীযূষ স্যারের কাছে রেখে ক্লাসটা পোষ্ট করে তুষার স্যারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেন জানি মনে হল তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমি সম্ভবত কলেজ পেইজের পরিবর্তে নিজের ব্যক্তিগত পেইজে ক্লাস আপলোড দিয়েছি। কিন্তু, মোবাইলটা হাতের কাছে না থাকায় আর চেক করতে পারিনি। তুষার স্যারের নিকট পৌঁছার কিছু পর উনাকে বললাম-আমি একটা ক্লাস আপলোড দিয়ে এসেছি, দেখেনতো দেখতে পান কিনা। স্যার আমাকে আমার আপলোডকৃত ক্লাসটি বের করে দেখালেন। কিন্তু, চোখে চশমা না থাকায় এবং রোদের মধ্যে কাল গ্লাসে আমি ঠিক বুঝতে পারলামনা। স্যারও নিশ্চিত না হয়েই আমাকে গ্রুপে

পোষ্ট হয়েছে বলে জানালেন। কিছুক্ষণ পর পীযূষ স্যার যখন কলেজ হোষ্টেলের নিকট এসে আমার মোবাইলটা ফেরত দিলেন তখন কমেন্টছ চেক করতে গিয়ে বিষয়টা টের পেলাম। কারণ মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া দানকারীরা সবাই আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড। ততক্ষণে আমার ক্লাসের প্রায় অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। ঘটনার আকষ্মিককতায় আমি নির্বাক। পাশেই ছিল হোষ্টেলের এক পরীক্ষার্থী ছাত্র। আমার অবস্থা দেখে সে আমাকে বলল, স্যার আপনার পেইজ থেকে কলেজ গ্রুপে দ্রুত লিঙ্কটা শেয়ার করে দেন। আর দেরি না করে তাই করলাম। ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার থেকে পরে জেনেছি , অধ্যক্ষ মহোদয় এদিকে নির্ধারিত সময়ের পর কলেজ গ্রুপে আমার ক্লাস খুঁজতে খুজতে হয়রান। পরে নাকি খুঁজে পেয়েছেন, তাই রক্ষা।

এবার আসি আসল কথায়। প্রথমেই যেমন বলেছি- ক্লাসটি আমার ব্যক্তিগত পেইজে পোষ্ট করা হয়েছে ভুলক্রমে। কিন্তু, পোষ্টের পর থেকে একের পর এক যেভাবে লাইক/ রিএ্যাক্ট পাচ্ছি তাতে আমি কেবলি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছি। যাদের সাথে অনেক দিন দেখা,কথা বা যোগাযোগ নেই এরুপ অনেকের লাইক/ রিএ্যাক্ট আমার মানসপটে কেবলি তাদের ছবি ও স্মৃতিগুলিকে ভাসিয়ে তুলছে। লাইক/ রিএ্যাক্ট দাতাদের অনেকেই আমার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী যারা বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় (যতদূর মনেপড়ে ডাক্তার-৫জন, প্রকৌশলী -১জন, প্রশাসক-১ জন, শিক্ষক ২জন,

আইনজীবি-১ জন) নিয়োজিত।

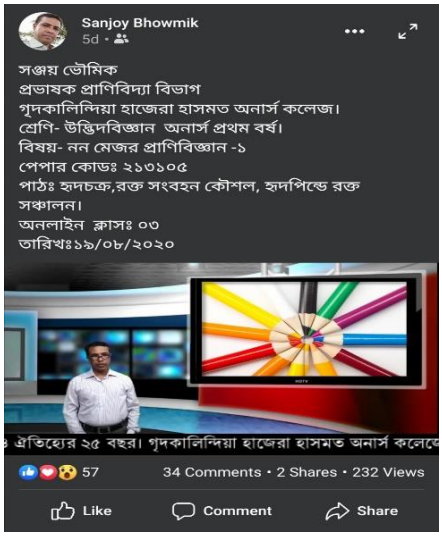

আমি যখন এ লেখা লিখছি ঠিক তখন ক্লাসের ভিডিওটি মোট ২৩২ বার দেখা ও এতে ৫৭টি লাইক এবং৩৪ টি মন্তব্য আছে। এছাড়া এ ক্লাসটির মাধ্যমেই রিএ্যাক্ট পেয়েছি আমার সাবেক সহকর্মী জনাব, বুলবুল আলম ও সহপাঠী জনাব,মংসাজাই মারমার । এনারা দু,জনেই শিক্ষা ক্যাডার সংশ্লিষ্ট। প্রথমজন বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আর পরের জন সরকারি কলেজে আমার বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।

অবশেষে মোশারফ করিম ও সুমাইয়া শিমু অভিনিত হ্যালো নাটকের একটি দৃশ্যের কথা বলে আজকের লেখাটি শেষ করবো। নাটকে শিমু বাসায় থেকে টিভিতে দেখতে পায় তার স্বামী মোশারফ করিমের অফিসে আগুন লেগেছে। কিন্তু, তার কাছে একটা মোবাইল না থাকায় সে তার স্বামীর খোঁজ নিতে না পেরে স্বামী বাসায় না আসা পর্যন্ত চরম উদ্বিগ্নতায় ছিল। বাসায় ফিরার পর মোশারফ করিমকে এ কথা বলার পর সে বলে- তুমি আমার খোঁজ

নিতে পারনি, টেনসনে ছিলে এটা ঠিক। কিন্তু,যদি খোঁজ নিতে পারতে তাহলে আমি নিশ্চিত, আমি ফিরে আসার পর তুমি যেভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরলে, কান্না করলে এটুকু আর পাওয়া হতোনা। তাই ,আমার কেবলি মনে হচ্ছে সে দিন ভুল না করে যদি কলেজ গ্রুপেই ক্লাসটি পোষ্ট করতাম তাহলে একসাথে এতগুলি প্রিয়মুখের ভালবাসা আর শুভকামনা পাওয়া হতোনা। অতএব, সব ভুলই অকল্যাণকর নয়।